সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবদ্‌গীতাতেও সেই প্রকারই উল্লেখ আছে।

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

"হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম এবং কর্ম্ম দুইই অলৌকিক, অর্থাৎ মায়াবিকার-সম্বন্ধরহিত স্বরূপানুবন্ধী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ। যে ভাগ্যবান জীব আমার জন্ম এবং কর্ম্মকে অলৌকিক স্বরূপানুবন্ধীরূপে জানে, সে জন মায়াবিকার দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র যে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে—তাহাই নহে, প্রত্যুত আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রীহরিলীলা মরণ-ধর্ম্মাত্মক শরীরকেও পার্ষদ্‌ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিধান করে।" শ্রীমৈত্রেয় ঋষি ৩।১৪।৫।৬ শ্লোকে শ্রীবিদুর মহাশয়কে এইভাবেই বলিয়াছেন—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্ঠমবতারকথাং হরেঃ।
যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীন্॥ ৫॥
যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্‌ঘ্রি মারুরোহ হরেঃ পদং॥ ৬॥

"হে বীর! তুমি অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছ। যেহেতু শ্রীহরির অবতার কথা প্রশ্ন করিয়াছ। যে লীলাবতার কথা মরণধর্ম্মাত্মক মানবগণের মৃত্যুর পাশ বিশেষরূপে মোচন করিয়া দেয়; মুনি দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক গীত যে লীলাবতার কথার দ্বারা উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মাথায় পা দিয়া হরির ধামে আরোহণ করিয়াছিল।" এই শ্লোকের মর্ম্মে বেশ দেখা যায়—শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ শ্রীধ্রুব মহাশয়কে লীলাবতারকথাই শ্রবণ করাইয়া-ছিলেন। শ্রীমান ধ্রুব সেই প্রাপঞ্চিক দেহের দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন এবং পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছিলেন—তাহাই শ্লোকে উল্লেখ করা আছে।

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্যধিষ্ণ্যাগ্রং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিতি॥

"শ্রীমান ধ্রুব বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত রথকে পূজা ও পরিক্রমা করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিভূষিত হইয়া প্রকৃতি-বিকার দেহেরই সচ্চিদানন্দময়তা লাভ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকে ধ্রুব মহাশয়ের প্রকৃত দেহত্যাগের কথা উল্লেখ না করিয়া পার্ষদ দেহপ্রাপ্তির বর্ণন করা আছে।

এইরূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শ্রীনামানি শ্রবণপ্রসঙ্গ কথিত হইলেন। এই